গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
www.tmed.gov.bd

১৭ পৌষ, ১৪২৬

নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৯১.১৯-২৬০ তারিখ: ০১ জানুয়ারি, ২০২০

বিষয়: জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন হরিপুর ইসলামিয়া দ্বি-মূখী দাখিল মাদ্রাসা -এর DIA কর্তৃক গত ০১/১২/২০১৭ খ্রি: তারিখে সম্পন্ন হওয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনের (জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন হরিপুর ইসলামিয়া দ্বি-মূখী দাখিল মাদ্রাসা কর্তৃক প্রণীত ব্রডশীট জবাব এবং মাদ্রাসা অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশকৃত) উপর অনুসরণীয় নির্দেশনা।

সূত্র: (১) DIA-এর স্মারক নং- ডিআইএ/জয়পুরহাট/১০২৬-এম/রাজ:১৪৭৬ তারিখ: ২৮/০১/২০১৯ খ্রি:
(২) DME-এর স্মারক নং- ৫৭.২৫,০০০০.০০৫.০৯.০৩৬.১৭.৩০৬, তারিখ: ৩০/০৯/১৯ খ্রি:।

BSR-এর ক্র: নং	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
১(গ)	স্বীকৃতি হালনাগাদ নবায়ন রাখতে হবে।	
১(ঘ)	নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে মাদ্রাসা পরিচালনা করতে হবে।	
১(চ)	প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির স্টকটেকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং স্টকটেকিং প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনপূর্বক স্টক রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করতে হবে।	
১(ছ)	ফাইল রেজিস্ট্রার, চাঁদা আদায়ের রশিদ বহির রেজিস্ট্রার, ডিমান্ড ও রিসিপ্ট রেজিস্ট্রার, সাবসিডিয়ারী রেজিস্ট্রারসহ ব্যবহৃত রেজিস্ট্রারসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	

ক্র:নং-১(ঝ)১	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
	নিয়োগ সংকান্ত তথ্য: (১) সুপার জনাব মো: আব্দুল আলীম ১/১১/১৯৯২ তারিখ যোগদান করেন। সহকারী মৌলভী জনাব মো: আব্দুর রহমান ১৬/০৬/১৯৯৩ তারিখ যোগদান করেন। সহকারী শিক্ষক জনাব মো: সামসুল ইসলাম ১৯/০৩/১৯৯৪ তারিখ যোগদান করেন। জুনিয়র শিক্ষক জনাব মো: নুরুল ইসলাম ২৪/০৩/১৯৯০ তারিখ যোগদান করেন। দাখিল ক্বারী জনাব মো: মিজানুর রহমান ০১/১১/১৯৮৬ তারিখ যোগদান করেন। এবতেদায়ী প্রধান জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ১৬/০৬/১৯৯৩ তারিখ যোগদান করেন। জুনিয়র শিক্ষক জনাব মো: আব্দুস ছোবহান ২০/০১/১৯৮০ তারিখ যোগদান করেন।	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিগণের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারির আগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মচারিদের পরবর্তীতে নিয়োগ বৈধকরণ করার প্রথার প্রচলন ছিল। যা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল (প্রমাণক প: পৃ: ৬৪)। ঐ প্রচলিত প্রথার ধারাবাহিকতায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরবর্তী সময়েও নিয়োগ বৈধকরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ১৭/০৩/২০০৩ তারিখের আদেশ দ্বারা ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের পর হতে নিয়োগ বৈধকরণ অকার্যকর মর্মে বিবেচত হয় (প্রমাণক প: পৃ: ৬২)। নিয়োগ বৈধকরণ অকার্যকর –মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় মার্চ/২০০৩ সালে। এ সিদ্ধান্ত প্রদানের আগেই ২৩/১০/১৯৯৪ সালে (ঝ)(১) মন্তব্য ও সুপারিশে উল্লেখিত শিক্ষকগণের নিয়োগ বৈধকরণ করা হয়।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় বণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ২৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখ পূর্বক আপত্তিটি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/২

ক্র:নং-	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
	এবতেদায়ী ক্বারী জনাব মো: মনিরুল ইসলাম ০২/০১/১৯৮৮ তারিখ যোগদান করেন। তাদের নিয়োগ রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় ০৮/১০/১৯৯৪ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ২৩/১০/১৯৯৪ তারিখ নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে যে, নিয়োগ বৈধকরণের জন্য দরখাস্ত আহবান কা যাচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিগণের নিয়োগ বিধি অর্থাৎ ০১/০১/১৯৮২ তারিখের বিধিতে নিয়োগ বৈধকরণের কোন নির্দেশনা নেই। নীতিমালা বহির্ভূতভাবে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করায় তাদেঁর নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি।	২০/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালার উদ্বৃতি দিয়ে দীর্ঘ ৬/৭ বছর পর ভূতাপেক্ষিক কার্যকারিতায় মার্চ/২০০৩ সালে বৈধকরণ অকার্যকর মর্মে আদেশ জারি করা হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের নিয়োগ ২৩/১০/১৯৯৪ সালে বৈধকরণ করা হয়। উক্ত শিক্ষকগণের নিয়োগ বৈধকরণ সম্পর্কিত মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি উপরে বর্ণিত সংগত কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯ জুলাই, ২০১৮ সালে ৭৬৫ নং স্মারক মোতাবেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ গত ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে জারি করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী নীতিমালা জারি হওয়ার পূর্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারির বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত থাকবে (প্রমাণক প: পৃ: ৬০)। বর্ণিত মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।			
১(ঝ)২	সহকারী সুপার জনাব মো: মোফাজ্জল হোসেন ০১/০৯/১৯৯০ তারিখে যোগদান করেন। তাকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে যে, নিয়োগ বৈধকরণের জন্য দরখাস্ত আহবান কা যাচ্ছে। সহকারী সুপার কামিল পাশ। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের নীতিমালা জারির পূর্বে এমপিওভুক্ত নীতিমালায় দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপারের পদ নেই।	সহকারী সুপার জনাব মো: মোফাজ্জল হোসেন ০১/০৯/১৯৯০ তারিখে যোগদান করেন। তার নিয়োগের সময় মাদ্রাসাটি সীকৃতি লাভ করে নাই। স্বীকৃতি বিহীন অবস্থায় নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের নীতিমালা জারির পূর্বে এমপিওভূক্ত নীতিমালায় সহকারী সুপারের পদ নেই। মন্তব্য ও সুপারিশে বর্ণিত তথ্য যথাযথ নয়। কারণ ৭ জুন ১৯৮২ তারিখে মাউশি কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে ০১/০১/১৯৮২ তারিখে জারিকৃত নিয়োগ বিধির সংশোধনী জারি করা হয়।উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বেসরকারি মাদ্রাসায় সহকারী সুপারের পদের বিধান রাখা হয়। ০৭/০৬/১৯৮২ তারিখে জারিকৃত আলোচ্য বিজ্ঞপ্তি (প: পৃ: ৫৮)। ০১/০১/১৯৮২ তারিখে নীতিমালা জারির পূর্বে এমপিওভুক্ত নীতিমালায় দাখিল মাদ্রাসায় সহকারী সুপারের পদ নেই মর্মে মন্তব্য করেন। যা যথাযথ নয়। মাদ্রাসায় সহকারী	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় বণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-	আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখ পূর্বক আপত্তিটি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/৩

ক্র:নং-	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
	অথচ ৮/১০/১৯৯৪ তারিখের পত্রিকায় সহকারী সুপার পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ক তাকে সহকারী সুপার পদে নিয়াগ করা হয়। নিয়োগকালে পদ না থাকায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি বিধায় তিনি সরকারি বেতন ভাতা পাবে না।	সুপারের পদ থাকায় ৯০ সালে জনাব মো: মোফাজ্জল হোসেনকে মাউশির প্রতিনিধি আলোচ্য বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী সুপারের পদ থাকায় বিষয়টি মেনে নিয়ে তাকে নির্বাচিত করেন। উল্লেখ্য, যে, জনাব মো: মোফাজ্জল হোসেনের সহকারী সুপার পদে নিয়োগ গ্রহণযোগ্য ও বিধি সম্মত হওয়ায় উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে এমপিওভুক্ত করত: বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক। জনাব মো: মোফাজ্জল হোসেনের সহকারী সুপার পদে চাকুরির বয়স দীর্ঘ ২৮ বছরের বেশী। উক্ত মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রদান অনুরোধ করেছেন।		২০১৮ এর ২৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	
১(ঝ)৩	১) বর্তমানে সহকারী মৌলভী জনাব মো: আব্দুর রহমান ০১/১০/১৯৯১ তারিখ জুনিয়র মৌলভী পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২৪/১২/১৯৯৭ তারিখে সভায় সহকারী মৌলভী পদে পদায়ন করা হয়। দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে যে, নিয়োগ বৈধকরণের জন্য দরখাস্ত আহবান কা যাচ্ছে। জুনিয়র মৌলভী ফাযিল পাস। ০১/০১/১৯৮২ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক দাখিল মাদ্রাসায় জুনিয়র মৌলভী পদের কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা আলীম পাশ। নীতিমালা বহির্ভূতভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা ফাযিল শর্ত দেয়া হয় বিধায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি।	জনাব মো: আব্দুর রহমান ০১/১০/১৯৯১ তারিখ জুনিয়র মৌলভী পদে যোগদান করেন। তার নিয়োগের সময় মাদ্রাসাটি সীকৃতি লাভ করে নাই। স্বীকৃতি বিহীন অবস্থায় নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। ০১/০১/১৯৮২ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক দাখিল মাদ্রাসায় জুনিয়র মৌলভী পদের জন্য কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা আলীম পাস। নীতিমালা বহির্ভূতভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা ফাযিল শর্ত দেয়া হয়েছে বিধায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। জনাব মো: আব্দুর রহমানকে ৯১ সালে নিয়োগ দেয়া হয়। তখন প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃতি প্রাপ্ত ছিলনা বিধায় নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষায় অনগ্রস এলাকা হওয়ায় ধর্মীয় শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ফাযিল পাশ জুনিয়র মৌলভী নিয়োগ দেয়া হয়। জনাব রহমানকে নিয়োগের ক্ষেত্রে ফাযিল পাশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ থাকায় মাউশির প্রতিনিধি বিষয়টি মেনে নিয়ে তাকে নির্বাচিত করেন। উল্লেখ্য, যে, জনাব রহমান, জুনিয়র মৌলভী পদে নিয়োগ গ্রহণযোগ্য ও বিধিসম্মত হওয়ায় উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে এমপিওভুক্ত করত: বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক। , জনাব রহমান, জুনিয়র মৌলভী অত:পর সহকারী মৌলভী পদে নীতিমালা মোতাবেক সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি সহকারী মৌলভী পদে কর্মরত। চাকুরির বয়স দীর্ঘ ২৭ বছরের বেশী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১৯/০৭/২০১৮ তারিখের ৭৬৫ স্মারক মোতাবেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, নীতিমালা জারি হওয়ার পূর্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারির বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত থাকবে (প্রমাণক প: পৃ: ৬০)। শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত রাখার বিষয়ে উক্ত মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রদান অনুরোধ করেছেন।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় বর্ণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমা ২০১৮ এর ২৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	আইন/বিধি /সার্কুলার উল্লেখ পূর্বক আপত্তিটি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

ক্র:নং-	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
১(ঝ)৪	বর্তমানে সহকারী মৌলভী জনাব মো: বেলাল হোসেন ১৬/০৬/১৯৯৩ তারিখ জুনিয়র মৌলভী পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২৪/১২/১৯৯৭ তারিখে সভায় সহকারী মৌলভী পদে পদায়ন করা হয়। দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে যে, নিয়োগ বৈধকরণের জন্য দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। জুনিয়র মৌলভী ফাযিল পাস। ০১/০১/১৯৮২ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক দাখিল মাদ্রাসায় জুনিয়র মৌলভী পদের কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা আলীম পাশ। নীতিমালা বহির্ভূতভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা ফাযিল শর্ত দেয়া হয় বিধায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি।	জনাব মো: বেলাল হোসেন ১৬/০৬/১৯৯৩ তারিখ জুনিয়র মৌলভী পদে যোগদান করেন। তার নিয়োগের সময় মাদ্রাসাটি সীকৃতি লাভ করে নাই। স্বীকৃতি বিহীন অবস্থায় নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। ০১/০১/১৯৮২ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক দাখিল মাদ্রাসায় জুনিয়র মৌলভী পদের জন্য কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা আলীম পাস। নীতিমালা বহির্ভূতভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা ফাযিল শর্ত দেয়া হয়েছে বিধায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। জনাব মো: বেলাল হোসেনকে ৯৩ সালে নিয়োগ দেয়া হয়। তখন প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃতি প্রাপ্ত ছিলনা বিধায় নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষায় অনগ্রস এলাকা হওয়ায় ধর্মীয় শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ফাযিল পাশ জুনিয়র মৌলভী নিয়োগ দেয়া হয়। জনাব বেলালকে নিয়োগের ক্ষেত্রে ফাযিল পাশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ থাকায় মাউশির প্রতিনিধি বিষয়টি মেনে নিয়ে তাকে নির্বাচিত করেন। উল্লেখ্য, যে, জনাব বেলাল, জুনিয়র মৌলভী পদে নিয়োগ গ্রহণযোগ্য ও বিধিসম্মত হওয়ায় উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে এমপিওভুক্ত করত: বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক জনাব বেলাল, জুনিয়র মৌলভীকে অত:পর সহকারী মৌলভী পদে নীতিমালা মোতাবেক সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি সহকারী মৌলভী পদে কর্মরত। চাকুরির বয়স দীর্ঘ ২৫ বছরের বেশী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১৯/০৭/২০১৮ তারিখের ৭৬৫ স্মারক মোতাবেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এর ২৭(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, নীতিমালা জারি হওয়ার পূর্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারির বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত থাকবে (প্রমাণক প: পৃ: ৬০)। শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত রাখার বিষয়ে উক্ত মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় বর্ণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমা০া-২০১৮ এর ২৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখ পূর্বক আপত্তিটি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।
১(ঝ)৫	সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) জনাব মো: ফিরোজ হোসেন ০৮/০৮/২০০১ তারিখ যোগদান করেন। দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে যে, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী একজন সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা শরীর চর্চা	বিপিএড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক না পাওয়া গেলে স্নাতক পাশ শিক্ষক দুই বৎসরের মধ্যে প্রশিক্ষষণ গ্রহণের শর্তে ১৫০/- টাকার ষ্ট্যাম্পে অঙ্গিকারনামা প্রদানপূর্বক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন। গত ১৩/০৮/২০০১ তারিখে মাউশিতে অনুষ্ঠিত সভায় উপরোক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ১৬/০৮/২০০১ তারিখের ৬৪০৪/১০০ স্মারকপত্রের ১ম পৃষ্ঠার ক্রমিক নং-৫ (প: পৃ: ৫৬)। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারিদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা জারীর পর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় বর্ণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।	আইন/বিধি/সার্কুলার উল্লেখ পূর্বক আপত্তিটি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য DG,

চলমান পাতা/৫

ক্র:নং-	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
	বিএ, বিপিএড/প্রশিক্ষণরত নিয়োগ করা হবে। নীতিমালা বহির্ভূতভাবে পত্রিকায় প্রশিক্ষণরত উল্লেখ করা হয়। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদে দেখা যায়, আবেদনকালে তার কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বিপিএড সনদ ছিলনা। তার আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে বিপিএড প্রশিক্ষণরত। বিধি মোতাবেক তার কাম্য সনদ না থাকায় তার আবেদনপত্র বাতিল যোগ্য ছিল। কিন্তু তার আবেদনপত্র বাতিল না করে তাকে নিয়োগ করায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। কাজেই তিনি সরকারি বেতন ভাতা পাবেন না। এবং তৎকর্তৃক ০৮/০৮/২০০১ তারিখ হতে ৩০/০৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ১৮,০৬,৭২৪/- সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	ও কার্যকর হয়। উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীরচর্চা শিক্ষক হিসাবে জনাব মো: ফিরোজ হোসেন এর নিয়োগ বিধি সম্মত এবং বৈধ। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার শর্তে শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগ করার নিয়ম ঐ সময়ে চালু ছিল। জনাব মো: ফিরোজ হোসেন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সনদপত্র অর্জন করার পর তাকে এমপিওভুক্ত করা হয় এবং বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হয় (প্রমাণক প: পৃ: ৩১)। কাজেই তার বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে এবং গৃহীত টাকা ফেরত দেয়া হবে না। শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত রাখার বিষয়ে উক্ত মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।		জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এর ২৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	DME-কে অনুরোধ করা হলো।
১(ঝ)৬	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান (ইনডেক্স- ২০১৫১২০) ১/৯/২০০৩ তারিখে যোগদান করেন। দৈনিক পত্রিকায় ১৯/৭/২০০৩ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নিয়োগকালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ ছিল না। তিনি নিয়োগ লাভের পর যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ২০০৪ সনে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নিয়োগকালে তার কাম্য সনদ না থাকায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। কাজেই তিনি সরকারি বেতন ভাতা পাবেন না এবং তৎকর্তৃক ১/৯/২০০৫-৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ২০,২৩,৬৫২/-	নট্রামস্ কর্তৃপক্ষ এ্যাফিলিয়েটিং অথরিটি হিসাবে বিভিন্ন বেসরকারি কম্পিউটারর প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করার প্রক্রিয়া তৎসময়ে চালু ছিল। নট্রামস্ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত এবং নিবন্ধনভুক্ত এসব বেসরকারি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও সনদ পত্র প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও সনদ পত্র প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। নট্রামস্ কর্তৃপক্ষ কোন বেসরকারি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গত ২৯/১২/২০০১ তারিখের-২১৬ নং- স্মারক মোতাবেক নট্রামস্ থেকে সনদপত্র প্রদান স্থগিত ঘোষণা করেন(প: পৃ: ৩২)। উক্ত স্থগিতাদেশ জারীর আগেই সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান নট্রামস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং নিবন্ধনভুক্ত স্থানীয় বেসরকারি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সনদ পত্র অর্জন করেন। উলেৱখ্য যে, জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারি শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে ০১/০৯/২০০৩ যোগদান করেন। তার যোগদান কালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারীকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা কার্যকর ছিল। উক্ত নীতিমালায় সহকারি শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম), বেতন স্কেল ইত্যাদি নিম্নরূপঃ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় বণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমা৷া-২০১৮ এর ২৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	আইন/বিধি /সার্কুলার উল্লেখ পূর্বক আপত্তিটি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/৬

<table>
<tr><th>ক্র:নং-</th><th>DIA এর আপত্তি</th><th>প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব</th><th>DEO এর জবাব</th><th>DG, DME এর সুপারিশ</th><th>TMED এর নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td></td><td>টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।</td><td>
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা সমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য নিয়োগ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বেতন স্কেল
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>পদের নাম</th><th>নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td></tr>
<tr><td>৮।</td><td>সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) (সরকারি নিয়মানুযায়ী কম্পিউটার শিক্ষা চালু হইলে)</td><td>সরাসরি স্নাতক ২য় শ্রেণিসহ নট্রামস বা সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>অভিজ্ঞতা</th><th>বেতনস্কেল</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৪</td><td>৫</td><td>৬</td></tr>
<tr><td></td><td>১) ২৩০০-৪৪৮০/- (সকল পরীক্ষায় ২য় শ্রেনি/ বিভাগ থাকিলে)। ২) ১৭২৫-৩৭২৫/- স্নাতক পরীক্ষায় ২য় বিভাগ/ শ্রেণি থাকিলে)।</td><td></td></tr>
</table>
নীতিমালায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী নট্রামস্ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান হতে জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। অর্থাৎ জনাব মোঃ মাসুউদুর রহমান এর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সনদ পত্র অর্জন ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারীকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা মোতাবেক যথাযথ এবং সঠিক। কম্পিউটার সনদপত্রটি সম্পর্কে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মন্তব্যে উত্থাপিত আপত্তি সঠিক নয়। সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান সাবেক নট্রামস (বর্তমানে নেকটার) অনুমোদিত এবং নিবন্ধন ভুক্ত স্থানীয় বেসরকারি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদ পত্র অর্জন করেন (প: পৃ:৪৪)। এ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার শিক্ষকের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের অর্জিত সনদপত্রটি যাচাই না করে সনদপত্রটি সম্পর্কে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মন্তব্যে উত্থাপিত আপত্তি যথাযথ নয়। সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান অর্জিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদপত্রটি গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং তার নিয়োগ বিধি সম্মত হওয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে এমপিও ভুক্ত করতঃ বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ প্রদান করেন। যা সঠিক। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে এসসব বিষয়ে প্রকৃত তথ্য বা বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি বিধায় প্রতিবেদনের মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি যথাযথ নয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নট্রামস অনুমোদিত এবং নিবন্ধনভুক্ত বেসরকারি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রদত্ত সার্টিফিকেট সম্পর্কে বিতর্ক ও জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান সরকারী ভাবে স্বীকৃত/ অনুমোদিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং সনদ পত্র অর্জন করেন (প: পৃ: ৪২)। সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দেয় বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত হন। ফলে সংগত কারণে তৎকর্তৃক গৃহিত টাকা ফেরত হবে না। সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান এমপিও ভুক্ত ও বেতন-ভাতাদিও সরকারী অংশ প্রাপ্ত বিধায় জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক তার বেতন- ভাতাদির সরকারী অংশ প্রাপ্ত অব্যাহত থাকবে। ডিআইএ কর্তৃক মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

চলমান পাতা/৭

ক্র:নং-	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
১(ঝ)৭	সহকারী শিক্ষক জনাব নাজমা খাতুন (ইনডেক্স- ২১১২২৪৩) ১/৩/২০১৫ তারিখ যোগদান করেন। তার নিয়োগ রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, দৈনিক নয়াদিগন্ত ও দৈনিক আজ ও আগামীকাল পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। মহিলা কোটা পুরণ না থাকায় পত্রিকায় শুধুমাত্র মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উলেৱখ আছে পুরৰষ প্রার্থীদের আবেদন করা প্রয়োজন নেই। জয়পুরহাট জেলার স্থানীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে বগুড়া জেলার স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক আজও আগামীকাল পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ১৩/ এমপিও/৩০%-৭/২০০৯/১৯৬, তারিখ ৭/৮/২০১২ প্রজ্ঞাপনের ৪(২) অনুচ্ছেদে উলেৱখ আছে যে, বিজ্ঞপ্তি ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং একটি স্থানীয় (প্রতিষ্ঠান সংশিৱষ্ট জেলা সদর থেকে প্রকাশিত) বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। উক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জয়পুরহাট জেলার স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে বগুড়া জেলার স্থানীয় আজ ও আগামীকাল পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। কাজেই তিনি সরকারি বেতন ভাতা পাবেন না এবং তৎকর্তৃক ১/৭/২০১৫ তারিখ হতে ৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ৩,৫৯,১০০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	জনাব নাজমা খাতুনকে সহকারি শিক্ষক পদে নিয়োগকালে জয়পুরহাট জেলা থেকে কোন স্থানীয় পত্রিকা প্রকাশ করা হতো না। অর্থাৎ জয়পুরহাট জেলা থেকে প্রকাশিত কোন স্থানীয় পত্রিকা তৎকালে ছিল না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সব নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বগুড়া জেলার পত্রিকায় প্রকাশ করতে হতো। এ প্রথা দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জ্ঞাত ছিলেন। ফলে বগুড়া থেকে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিষয়টি তিনি মেনে নিয়েই জনাব নাজমা খাতুনকে সহকারি শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করেন। ফলে সহকারি শিক্ষক পদে জনাব নামজা খাতুনকে নিয়োগ করা হয়। তার নিয়োগ গ্রহণযোগ্য এবং বিধি সম্মত হওয়ায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে এমপিও ভুক্ত করতঃ বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক। তৎকর্তৃক গৃহিত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ যুক্তিযুক্ত কারণে ফেরত হবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯ জুলাই ২০১৮ সালের -৭৬৫ নং- স্মারক মোতাবেক " বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮" গত ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে জারী করা হয়। উক্ত নীতিমালার ২৭(ক) অনুচ্ছেদে শিক্ষক- কর্মচারীর বেতন- ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত রাখার বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ নীতিমালা নিম্নরৰপ ভাবে কার্যকর হবে, নীতিমালা জারি হওয়ার পূর্বে এমপিও ভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত থাকবে।" বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক কর্মরত ও এমপিও ভুক্ত সহকারি শিক্ষক জনাব নাজমা খাতুন এর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যহত থাকবে। ডিআইএ কর্তৃক মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণযোগ্য বিধায় বর্ণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমা।- ২০১৮ এর ২৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	আইন/বিধি /সার্কুলার উল্লেখ পূর্বক আপত্তিটি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

BSR-এর ক্র: নং	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
৬(১)	মহিলা কোটা: প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ১৩ জন শিক্ষকের মধ্যে ০১ জন মহিলা শিক্ষক কর্মরত আছে। ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০% মহিলা কোটা পূরণের জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।	

ক্র:নং-	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
১(ঞ)	শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ (১) সহকারী মৌলভী জনাব মোঃ আব্দুর রহমান (ইনডেক্স- ৩৮৬২৪৮) এর দাখিল সনদে পিতার নাম মোঃ আবদুর রাজ্জাক মন্ডল। কিন্তু আলিম ও ফাজিল সনদে পিতার নাম মোঃ আবদুর রাজ্জাক। তার দাখিল সনদ অনুযায়ী অন্যান্য সনদে পিতার নামের গরমিল সংশোধন করতে হবে।	(১) সহকারি মৌলভী জনাব মোঃ আবদুর রহমানের সনদপত্রে পিতার নামের গরমিল সংশোধন করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (২) সহকারি মৌলভী জনাব মোঃ বেলাল হোসেনের সনদপত্রের পিতার নামের গরমিল সংশোধন করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান৷ ডিআইএ কর্তৃক মন্তব্য ও সুপারিশে উথপিত আপত্তি থেকে উপর্যুক্ত শিক্ষকগণকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	উক্ত ০২ জন শিক্ষকের পিতার নাম দাখিল সার্টিফিকেট অনুযায়ী সংশোধন করে প্রমাণক প্রেরণ করা শর্তে আপত্তি নিস্পত্তি করা যেতে পারে।	জেলা শিক্ষা অফিসার ও DG, DME-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।
	(২) সহকারী মৌলভী জনাব মোঃ বেলাল হোসেন (ইনডেক্স- ৩৮৬২৪৯) এর দাখিল ও ফাজিল সনদে পিতার নাম মোঃ আবু তালেব মন্ডল। কিন্তু আলিম সনদে পিতার নাম মোঃ আবু তালেব। তার দাখিল সনদ অনুযায়ী অন্যান্য সনদে পিতার নামের গরমিল সংশোধন করতে হবে।				
১(ট)	স্টাফিং প্যাটার্ন সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ ২৪/১০/১৯৯৫ ও ৪/২/২০১০ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক দাখিল মাদ্রাসায় জুনিয়র শিক্ষক ও দাখিল ক্বারীর পদ নেই। প্রতিষ্ঠানটি জুনিয়র শিক্ষক জনাব মোঃ নুরৰল ইসলাম (ইনডেক্স- ৩৮৬২৫০) ২৪/৩/১৯৯০ তারিখ হতে ও জনাব মোঃ আবদুস সোবহান (ইনডেক্স-৩৮৬২৫৩) ২০/১/১৯৮০ তারিখ হতে এবং দাখিল ক্বারী জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (ইনডেক্স- ৩৮৭৬৭৮) ১/১১/১৯৮৬ তারিখ হতে কর্মরত আছেন। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখের নীতিমালা মোতাবেক তারা উদ্বৃত্ত হিসেবে সরকারি বেতন ভাতা পেতে থাকবেন। উদ্বৃত্ত শিক্ষকের পদ শুন্য হলে তদস্থলে কোন জুনিয়র শিক্ষক ও দাখিল ক্বারী নিয়োগ দেয়া যাবে না।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯ জুলাই, ২০১৮ সালে প্রণীত স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০. ০৪০. ০৬.০৯৩.১৮-৭৬৫ দ্বারা "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে জারী করা হয়। উক্ত নীতিমালার ৯ অনুচ্ছেদে পদ সমম্বিতকরনের বিধান রাখা হয়। প্রাপ্যতার অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকা সম্পর্কে ৯(খ) অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। "এ জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর কোন প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা যদি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হয় তবে অতিরিক্ত পদসমূহ উদ্বৃত্ত পদ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ উদ্বৃত্ত পদে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত এম.পি.ওভূক্ত অতিরিক্ত জনবল থাকলে তারা বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ পেতে থাকবেন।" আলোচ্য ৯(খ) অনুচ্ছেদের অনুলিপি প্রমাণক রেকর্ড হিসাবে এই সংগে সংযুক্ত করা হল। পৃষ্ঠা নং- দ্রষ্টব্য। উপরে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক উদ্বৃত্ত পদে কর্মরত অতিরিক্ত জনবল হিসাবে সংশিৰষ্ট শিক্ষকগনের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। পরিদর্শন ও নিরীৰা প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বর্ণিত মন্তব্য ও সুপারিশের সাথে প্রতিষ্ঠান প্রধান একমত।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।	সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণক্রমে বর্ণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।	জেলা শিক্ষা অফিসার ও DG, DME-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

<table>
<tr><th>ক্র:নং-</th><th>DIA এর আপত্তি</th><th>প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব</th><th>DEO এর জবাব</th><th>DG, DME এর সুপারিশ</th><th>TMED এর নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td>১(ড)</td><td>বেতন স্কেল সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ
নিম্নে উলেৱখিত শিক্ষকগণ পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও নিয়োগ পরীক্ষার পূর্বে সরকারি বেতন ভাতা গ্রহণ করেন। তাদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ হতে সরকারি বেতন ভাতা পেতে পারে। কিন্তু তারা নিয়োগ পরীক্ষার পূর্বে সরকাার বেতন ভাতা গ্রহণ করায় ১/৭/১৯৯৪ তারিখ হতে ২৩/১০/১৯৯৪ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত বেতন ভাতার সরকারি অংশ সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>নাম ও পদবী</th><th>ফেরত যোগ্য টাকা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>জনাব মোঃ আব্দুল আলীম, সুপার</td><td>৭৩৭৩.০০</td></tr>
<tr><td>২</td><td>জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, সহঃ সুপার</td><td>৫৮৩১.৮৬</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, সহঃ মৌলভী</td><td>৫৮৩১.৮৬</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>জনাব মোঃ সামসুল ইসলাম, সহঃ শিক্ষক</td><td>৫৮৩১.৮৬</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>মোঃ আব্দুর রহমান, সহঃ মৌলভী</td><td>৪২৯৩.০০</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, সহঃ মৌলভী</td><td>৪২৯৩.০০</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>জনাব মোঃ নুরৰল ইসলাম, জুনিয়র শিক্ষক</td><td>৪২৯৩.০০</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ক্বারী</td><td>৪২৯৩.০০</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, এবঃ প্রধান</td><td>৪২৯৩.০০</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>জনাব মোঃ আব্দুস ছোবহান, জুনিঃ শিক্ষক</td><td>৪২৯৩.০০</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>জনাব মোঃ ফজলুল হক দেওয়ান, জুনিঃ শিক্ষক</td><td>৪২৯৩.০০</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, জুনিঃ শিক্ষক</td><td>৪২৯৩.০০</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>জনাব মোঃ আব্দুল জোব্বার, ৪র্থ শ্রেণি</td><td>৩৪১৬.০০</td></tr>
</table>
</td><td>সমাপনী পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণকে পাঠদানের অনুমতি প্রদানের তারিখ হতে সরকারি অনুদান দেয়ার সিদ্ধান্ত তৎকালে কার্যকর ছিল। এ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১/১২/১৯৮৩ তারিখের পত্র সংযুক্ত করা হল। পৃষ্ঠা নং- দ্রষ্টব্য। এ মাদরাসা ০১/০১/১৯৯০ হতে সমাপনী পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত। অতঃপর ০১/০১/১৯৯৪ হতে প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

উল্লেখ্য যে, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্তি এবং প্রথম স্বীকৃতি লাভের অনেক আগে থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ কর্মরত আছেন। ফলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১/১২/১৯৮৩ তারিখের পত্রে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক ০১/০৭/১৯৯৪ থেকে শিক্ষকগণকে অনুদান প্রদান যথাযথ। তদানুযায়ী শিক্ষকগণ কর্তৃক গৃহিত অনুদান ফেরত হবে না। মন্তব্য ও সুপরিশে উথাপিত আপত্তির সাথে সরকারি সিদ্ধান্তের মিল নেই। মন্তব্য ও সুপারিশে উথাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ জানিয়েছেন।</td><td>প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব গ্রহণ করা যেতে পারে।</td><td>সুপার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের জবাব গ্রহণক্রমে বর্ণিত শিক্ষকগণকে উল্লেখিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।</td><td>আইন/বিধি/ সার্কুলার উল্লেখ পূর্বক আপত্তিটি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।</td></tr>
</table>

BSR-এর ক্র: নং	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
২(ক)	প্রতিষ্ঠানটির জমির ভূমি উন্নয়ন কর হালসন নাগাদ পরিশোধ করে দাখিলা সংরক্ষণ করতে হবে।	
২(খ)	শ্রেণি কক্ষগুলো সংস্কার ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, পানীয়-জল এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
২(গ)	আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থী অনুপাতে বিধি-বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আসবাবপত্রের বন্টন রেজিস্ট্রার খুলে এর হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।	
৩(ক)	শ্রেনিকক্ষে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী ৩০/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	

চলমান পাতা/১০

BSR-এর ক্র: নং	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
৩(খ)	প্রতিষ্ঠানে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী ৩০/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৩(গ)	একাডেমিক উন্নয়নের জন্য নিম্নেবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিসহ সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হলো: ১. পাঠদানে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে; ২. শিক্ষার্থীরদের বাড়ির কাজ দিয়ে তা যথাসময়ে আদায় করতে হবে; ৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে; ৪. শ্রেণির অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও অমনোযোগী শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদেরকে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে; ৫. প্রতিটি শ্রেণিতে মাসিক টিউটোরিয়াল পরীক্ষা চালু করতে হবে; ৬. Participatory Method চালু করতে হবে; ৭. বার্ষিক অভিভাবক সভা করে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া এবং উপস্থিতি সম্পর্কে অভিভাবকদেরকে অবহিত করতে হবে; ৮. প্রতিষ্ঠানের লেখা-পড়ার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ও শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক যৌথভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে; ৯. ইংরেজি ভাষা ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং ১০. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	
৩(ঘ)১	অভ্যন্তরীন পরীক্ষা: অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল গুনগত ও সংখ্যাগত মান্নোনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী ৩০/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৩(ঘ)২	পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল: দাখিল পরীক্ষা সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী ৩০/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৩(ঘ)৪৩	জেডিসি পরীক্ষা: জেডিসি পরীক্ষার ফলাফল সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	
৩(ঘ)৪	জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা : জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল সংখ্যাগত ও গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	
৩(ঙ)	পাঠাগার সহ পাঠকার্যক্রম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য: পাঠাগার: পাঠাগারের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো: পাঠাগার, পুস্তক পাঠাভ্যাস সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: ক. পাঠাগারের জন্য কাম্য সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করা; খ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নামে নিয়মিত পুস্তক ইস্যু করা; গ. পাঠাগারে পুস্তক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা; ঘ. পাঠাগারে পাঠ সহায়ক ম্যাগাজিন/পত্রিকা রাখা; ঙ. পাঠাগারে ছাত্রীদের পাঠ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।	
৩(চ)	বিজ্ঞানাগারে পর্যাপ্ত পরিমানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় করতে হবে।	
৩(ছ)	সহপাঠ কার্যক্রম: পরিস্কার পরিছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপন, সামাজিক উন্নয়ন/সচেতনতা বৃদ্ধি, কুইজ, বিতর্ক, ক্রীড়া ম্যাগাজিন, দেয়ালিকা প্রকাশ, জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা সহ সহপাঠ কার্যক্রম আরো গতিশীল করে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	
৪(ক)	আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পালন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো: ১. সকল আয়-ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা; ২. খরচের ভাউচারে কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করা; ৩. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করা; ৪. প্রতিটি লেনদেন কলামনার ক্যাশবহিতে যথানিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ করা; ৫. খরচের ভাউচারে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর করা; ৬. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষণ নির্দেশিকা মোতাবেক আয়-ব্যয় নির্বাহ করা; ৭. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়-কর ও ভ্যাট প্রদান করতে হবে; ৮. ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা; ৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্পট কোটেশন ও টেন্ডার আহবান করা এবং ১০. প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তিন সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন অনুমোদনপূর্বক সংরক্ষণ করতে এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	
৪(গ)১	সংরক্ষিত তহবিল সংক্রান্তঃ সংরক্ষিত তহবিলে কাম্য পরিমান টাকা জমা আছে। ভবিষ্যতেও কাম্য পরিমান টাকা জমা রাখতে হবে।	

চলমান পাতা/১১

BSR-এর ক্র: নং	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে TMED এর নির্দেশনা	মন্তব্য
৪(গ)২	সাধারণ তহবিল সংক্রান্তঃ সাধারণ তহবিলে কাম্য পরিমান টাকা জমা নেই। ভবিষ্যতে কাম্য পরিমান টাকা জমা রাখতে হবে।	
৪(গ)৩	ভবিষ্যত তহবিল: অবিলম্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে ভবিষ্য তহবিল চালু করে এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক আগামী ৩০/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৫(ক)	বিগত পরিদর্শন: প্রতিষ্ঠানটির জমির ভূমি উন্নয়ন কর হালসন নাগাদ পরিশোধ করে দাখিলা সংরক্ষণ করতে হবে।	
৫(গ)	ভবিষ্যতে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কোন শিক্ষার্থী ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসাকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।	

০২। এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত নির্দেশনা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন সহ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় একাডেমিক ও আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারীসচিব (অডিট)

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
লেভেল-৩,৩৭/৩/এ, ইসকাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৯১.১৯-২৬০

তারিখ: ১৭ পৌষ, ১৪২৬ / ০১ জানুয়ারি,২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১। পরিচালক,পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ঢাকা। (পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রতিবেদনগুলো Prototype অর্থাৎ গদবাধা পরিদর্শন হচ্ছে। মানসমপন্ন পরিদর্শন নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৬। জেলা শিক্ষা অফিসার, জয়পুরহাট।
৭। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা: সদর, জেলা: জয়পুরহাট।
৮। সভাপতি/ব্যবস্থাপনা কমিটি, হরিপুর ইসলামিয়া দ্বি-মূখী দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা: সদর, জেলা: জয়পুরহাট। (উপরিউক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সুপারকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে এবং অন্যান্য সদস্যগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
৯। সুপার. হরিপুর ইসলামিয়া দ্বি-মূখী দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা: সদর, জেলা: জয়পুরহাট।
১০। অতিরিক্ত সচিব, (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। উপসচিব, (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২-১৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

০১.০১.২০
(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন: ৯৫৭৫২৭২